৭ মার্চ ২০২১
স্মারক বক্তৃতা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম
'জয় বাংলা'

বক্তা : হেলেন জার্ভিস
ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

পঞ্চাশ বছর আগে আজকের দিনে ঢাকার রমনায় রেসকোর্স ময়দানে জমায়েত হওয়া লাখ মানুষের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান (যিনি তখন সকলের কাছে বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন)-এর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত আনুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক ভাষণের চূড়ান্ত বাণী হিসেবে পৌঁছেছিল এই শব্দগুলো।

দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জাতির ভাষা-কৃষ্টি ও ইতিহাসের অখণ্ডতা রক্ষায় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রাম করে আসছিলেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে গোটা পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই ভাষণে জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, সাথে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে দেশের নাম তিনি রেখেছিলেন বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বঙ্গবন্ধু উপাধির যথার্থতাই প্রমাণ করেছেন।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার একদিকে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বারবার বাতিল ঘোষণা করছিল, অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্র জড়ো করছিল, এমনই এক রাজনৈতিকভাবে অস্থীতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এই ভাষণটি দেয়া হয়। ১ মার্চ সৃষ্ট এই রাজনৈতিক সকট মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ঘোষণার পূর্বে পরবর্তী ছয় দিনের জন্য প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও অসহযোগের ঘোষণা দিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন ঢাকার কেন্দ্রবিন্দু রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হতে থাকে। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সাংবাদিক ও যন্ত্রকারিগররা, প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানি তাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তৈরি হয়েছিল। মুজিব যখন জনতার সম্মুখে দাঁড়ালেন তখন ঘটে যায় এক নাটকীয় ঘটনা। পাকিস্তান আর্মি বেতার ভবন দখল করে নেয় ও বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্রতিবাদে বাঙালি কর্মচারীরা অফিস ত্যাগ করে ও সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। রেসকোর্স ময়দানে বেতার এবং চলচ্চিত্র অধিদপ্তরের ও গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পেশাদারিত্বের সাথে ধারণ করে রাখে।

যেহেতু বাঙালি যন্ত্রকারিগরদের ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বেতারের সম্প্রচার চালানো সম্ভব ছিল না, কাজেই তারা বাধ্য হলেন আলোচনায় বসতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হবে এই শর্তে বাঙালি কর্মীরা পরদিন সকালে কাজে যোগদানে সম্মতি জানায়। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মীদের রাত-দিন পরিশ্রমের ফলে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তার হাতে তুলে দেবার জন্য 45 rpm vinyl রেকড প্রস্তুত হয়, পরবর্তীতে এটি পুরো পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবে কিছু সাহসী দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ পদ্মা মেঘনা যমুনার তীর থেকে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে পৌঁছায়, সুন্দরবন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রমে ধ্বণিত হয় বঙ্গবন্ধুর বার্তা। পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বনিত এই ভাষণ পৌঁছে যায় বিশ্বের কাছে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চলে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সেই নির্মমতা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনদান, লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুতির সাথে সাথে সে সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলও নষ্ট হয়ে যায়। আর্কিভিস্ট, গ্রন্থাগারিক ও যাদের কাছে এটি ছিল তারা

অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে এটি রক্ষা করেছেন এবং যন্ত্রকারিগররা আদি রেকর্ডের সংরক্ষণ, পুনঃউৎপাদন ও ডিজিটাইজ করার ফলে অনুবাদ ও প্রতিলিপিসহ বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বিস্ময়করভাবে এই ভাষণটি অবিকৃত রয়েছে। এতে বর্তমানে যা সংরক্ষিত রয়েছে তা হলো :

১. আদি অডিও রেকর্ড : দুটি ম্যাগনেটিক টেপ যা বাংলাদেশ বেতার (পূর্ব পাকিস্তান সরকার) কর্তৃক ধারণকৃত ও সম্প্রচারিত, ১৯ মিনিট
২. আদি ৪৫ আরপিএম রেকর্ড : ধারণ ও সম্পাদনা পূর্ব পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানি, সময়কাল ১৫ মিনিট/ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত
৩. আদি ৩৫ এমএম ফিল্ম ফুটেজ, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান প্রজোযিত/ ৭২ সালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সম্পাদিত/ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে রক্ষিত
৪. ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের তৈরি ডিজিটাল ভার্সন।
৫. ২০১৪ সালে তথ্য-প্রযুক্তি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা রঙিন ভার্সন
৬. প্রতিলিপি ও অনুবাদ (বাংলা ও ইংরেজি)

২০১৭ সালে এই মূল্যবান দলিলসমূহ বাংদেশের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোর Memory of the World International Register (বৈশ্বিক স্মৃতি আন্তর্জাতিক তালিকা)-এ উপস্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশের জন্য প্রথম ও এখনো পর্যন্ত একমাত্র তথ্য হিসেবে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

দালিলিক উত্তরাধির সংরক্ষণে, এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্দেশে ১৮৭২ সালে The Memory of the World programme (বৈশ্বিক স্মৃতি কর্মসূচি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথির তালিকা প্রস্তুত করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজসমূহের অন্যতম। ২০১৭ সালে মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবার সৌভাগ্য আমার হয় আর তাই আনন্দের সাথে বাংলাদেশের উপস্থাপিত ১৯৭১ *সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ* সম্পর্কিত নথির পক্ষে আমার অভিমত দিতে পারি।

এই ভাষণের প্রথাগত তালিকাভূক্তিকরণ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। যদিও মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডের সংজ্ঞা অনুসারে গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির বাইরেও যে কোন পদ্ধতিতে ধারনকৃত ও প্রচারিত ভাষ্যই দলিলের অন্তর্ভুক্ত, তবুও দেখা যায় খুব সামান্য কয়েকটি অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল তালিকায় স্থান পেয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক তালিকাভূক্ত ৩টি রেডিওতে সম্প্রচারিত বার্তার একটি (অন্য দুটি হলো, 'দ্যা আর্কাইভস অব দ্যা কোরিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস স্পেশাল লাইভ ব্রডকাস্ট ফাইন্ডিং ডিসপারসেড ফ্যামিলিস (১৯৮৩) এবং দ্যা রেডিও ব্রডকাস্ট অব ফিলিপাইনস পিপলস পাওয়ার (১৯৮৬)'। আন্তর্জাতিক তালিকায় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' হিসেবে পরিচিত নথি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তির একটি বিষয় ছিল যে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এমন দলিল পাওয়া যায় সেটি তাদের প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ। সৌভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের দৃষ্টিতে ৭ মার্চের ভাষণ শুধু বাংলাদেশের জনগণের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নয় বরং বিশ্ব মানবতার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যবহ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; এটি শৈল্পিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন গণবক্তৃতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; বাংলাদেশের ইতিহাসের পটপরিবর্তনকারী ঘটনা; একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় যা আঞ্চলিক সীমানা পরিবর্তন করেছিল। ভাষণটি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের এক চকমপ্রদ দিক উন্মোচন করে, যার ফলে তিনি সম্বোহনীয় নেতৃত্বের দ্বারা জনগণের আকাঙ্খা উপলব্ধি এবং সেটি পূরোন করতে পারতেন। ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইটে যেমন বলা হয়েছে, এই ভাষণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেখানে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বৈষম্যের কারণ হয় তাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

আজ যারা এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করতে এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের আমি অনুরোধ করবো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের সামনে উপস্থাপনের জন্য ভেবেচিন্তে আর একটি দলিলের কথা বিবেচনা করতে যেটি বিশেষ ভৌগলিক গুরুত্ব বহন করবে, এমন কোন শ্রুতি-দৃশ্য রেকর্ডিং, প্রাচীন বা আধুনিক পাণ্ডুলিপি, লুপ্ত প্রায় প্রাচীন গ্রন্থ, মানচিত্র, গ্রন্থ, মৌখিক ভাষ্য অথবা অন্য কিছু।

৭ মার্চের ভাষণ জনগণকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। বাংলাদেশ জন্ম নিল। শেখ মুজিবুর রহমান তখন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী পুরো ৯ মাস, তারপরেও মুক্তিযুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় স্বাধীনতা অর্জিত হলো। রাতারাতি তৈরি হলো একটি নতুন পতাকা যা সগর্বে শোভিত হলো বাড়িতে, দোকানে সর্বত্র, দ্রুত গঠিত হলো মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংগঠিত দল। পাশাপাশি ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী পরাজিত হলো। অনেক মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয়, পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলাদেশের জনগণকে এই মূল্য দিতে হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ফিরলেন স্বাধীন দেশে, গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। আজও তিনি সবার মনে শ্রদ্ধায় ও সম্মানের সাথে স্মরিত হন। বছরব্যাপি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন আগামী সপ্তাহে শেষ হবে, আর আজ সেই উদযাপনে পালিত হচ্ছে তার বিখ্যাত ভাষণের ৫০তম বার্ষিকী।

আমার আজকের বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে আমি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই কম্বোডিয়া যে দেশটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি এবং আমি গর্বিত যে আমি এদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছি, সেই দেশের কিছু বৈশিষ্ট্য যা বাংলাদেশের সাথে মিলে যায় আর যে কারণে আজকে ৭ মার্চের সুবর্ণ জয়ন্তীতে অংশ নেয়াটা আমার জন্য খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

দুটি দেশেরই দীর্ঘ এবং ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে যা আজও তাদের সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আপনাদের রয়েছে সোনার বাংলা আর কম্বোডিয়া নিজেদের দাবী করে সুবর্ণভূমি হিসেবে। এই সুবর্ণ ভূমি শব্দটি ৬৫০ খৃস্টাব্দের একটি প্রস্তরলিপিতে আছে, যে লিপিটি বর্তমানে নমপেনে কম্বোডিয়ার জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

দুটি দেশই নদী বিধৌত বদ্বীপ হিসেবে পরিচিত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উভয়েরই একটি বড়ো অংশ বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। কম্বোডিয়ার প্রচলিত লোক কথায় এবং আঞ্চলিক লোকাচারে পানির বন্দনা খুব সমারোহে করা হয়। যদিও কম্বোডিয়ায় সাইক্লোন হয় না, যা বাংলাদেশের জন্য বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুটি দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে আছে।

কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ঔপনিবেশিকতা ও গণহত্যার ইতিহাসেও মিল পাওয়া যায়। সত্তর-এর দশকের কাছাকাছি সময়েই দুই দেশে গণহত্যার নির্মম ইতিহাস রচিত হয়। দুই দেশে গণহত্যার শিকারও প্রায় সমান সংখ্যক মানুষ। উভয় দেশেই গণহত্যার ফলশ্রুতিতে যে সরকার গঠিত হয় তা তথাকথিত আন্তর্জাতিক মহলের কাছে স্বীকৃতি পায়নি এবং তাদের বয়কট করা হয়। অনেক ত্যাগ এবং ক্ষতি সহ্য করে যা আমাদের সমাজে এখনও ক্ষতের মতো বিরাজমান, দুটি দেশই সংগ্রাম করে চলছে সামনে আগাতে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে। তবে অতীতকে তারা ভুলে যায়নি। ন্যায় বিচারের অন্বেষণেও আমাদের উভয়কেই সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং অনেক বছরের চেষ্টায়, অনেক বাধা অতিক্রম করে একুশ শতকের শুরুতে আইনি বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্যাতনের প্রামাণ্যকরণে, নির্যাতনের শিকার এবং প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি সংরক্ষণে দুই দেশেরই রয়েছে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ।

এইসব সম্মিলিত প্রয়াসই আমাকে আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং গণহত্যা ও ন্যায়বিচার অধ্যায়ন কেন্দ্রের সাথে কাজ করা আমার জন্য বিশেষভাবে সম্মানজনক। গত সপ্তাহেই কম্বোডিয়ার সংগীত শিল্পীদের একসাথে নিয়ে বাংলাদেশের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের কাজে আমি যুক্ত ছিলাম। বাংলাদেশের গণহত্যার ৫০ বছর পূর্তির অংশ হতে তারা একটি গান রেকর্ড করেছে।

বাংলাদেশ, কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যারা জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে এবং স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের আমি অভিবাদন জানাই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।